দৈনিক ইনকিলাব

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ...04 FEB 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ১ ...

45

৮২

শিক্ষাঙ্গন

নৈতিক শিক্ষা

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আর নৈতিক শিক্ষা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিক্ষার উর্ধ্বে। নৈতিক শিক্ষা এমনই একটি শিক্ষা যার নির্দিষ্ট কোন পরিমাপ বা সার্টিফিকেট নেই। শিক্ষার উন্নতি, শিক্ষার মান ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে দিন দিন উন্নত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও নৈতিক শিক্ষার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমাদের দেশ তথা উন্নত বিশ্বেও আজ পর্যন্ত কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তবে "নৈতিক শিক্ষা" বলতে আমরা যে কথাটি বুঝি তা প্রকৃতপক্ষে কোন শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয় এ কথাটি আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ এখানে "শিক্ষা" বলতে যে কথাটি বুঝায় তা মাতৃগর্ভের প্রাকৃতিক কোন বিষয় নয়। আর "নৈতিক" কথাটি নীতিবোধ থেকে এসেছে। সেই নীতিবোধকে সমুন্নত রাখতে হলে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যে কার্য সম্পাদন করা হয় তাকেই নৈতিক কার্যক্রম বলে। নৈতিক কার্যক্রম থেকে যা কিছু জানা ও শেখা যায় তাকে নৈতিক শিক্ষা বলে এবং এই পদ্ধতি নিজ থেকে সমাজে প্রচলন করাকেই নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম বলে। প্রকৃতপক্ষে নৈতিক শিক্ষা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধ্যানুযায়ী এর সন্তুষ্ট অংশও যদি সমাজে বাস্তবায়িত হয়, তাহলে সেই সমাজেই বিশ্বের কাছে সভ্য সমাজ বলে দাবী করতে পারে।

মানুষের মহত্বের মূলে রয়েছে নৈতিক শিক্ষা। তাই জীবনে নৈতিক শিক্ষাই মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্যাদা দিতে পারে। বস্তুত পক্ষে প্রত্যেকটি সুষ্ঠু মানুষেরই নিজস্ব সত্বার কষ্টিপাথরে ভাল-মন্দ দু'টি দিক বিচার করার ক্ষমতা আছে। ভাল দিকটা গ্রহণ ও মন্দ দিকটা পরিহার করাই মানুষের কাম্য। সুতরাং যা ভাল তাই সুন্দর। যেখানে সুন্দর সেখানেই শান্তি।

যুগ যুগ ধরে আমরা নৈতিক শিক্ষা বলতে যে শিক্ষা গ্রহণ করে আসছি তা পিতা-মাতা, বয়োবৃদ্ধ, পরিবেশ, ইতিহাস ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে গ্রহণ করে আসছি। এর মধ্যে পরিবেশ আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং নৈতিক শিক্ষা দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলেই সেই পরিবেশে নিজেকে সবিশেষ তৃপ্ত বোধ করা যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অমর বাণী আমাদের জীবনে নৈতিক শিক্ষার মূল সূত্র। এ জন্য নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে এর ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়।

বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করায় শিক্ষার ধারা একটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে এসে যাওয়ায় জ্ঞান বিস্তারের পথ ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসছে। এ অবস্থায় প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি এবং সিলেবাস অনুকরণীয় সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তির মধ্যে স্বভাবতই একটা দূরত্ব এসে যায়। এই দূরত্ব নৈতিকতার দিকেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যদিও নৈতিক শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তথাপি শিক্ষিত ব্যক্তির নৈতিকতার একটা সাধারণ বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকে। এই দিক থেকে সাধারণ শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে।

নৈতিক শিক্ষার শ্রেণীবিভাগ করতে গেলে এর দু'টি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি সুনীতি অপরটি দুর্নীতি। সুনীতি ও দুর্নীতির সংজ্ঞা আমাদের সকলেরই জানা আছে। অর্থাৎ ভাল-মন্দ দু'টি দিক বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা যার আছে সেই এর সংজ্ঞা জানে। দুর্নীতি যেখানে পরিত্যাজ্য সুনীতির শিক্ষা সেখানে আবশ্যক। আর এ জন্যই নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য। এখন প্রশ্ন হল নৈতিক শিক্ষা দেয়া এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এই দু'টির মধ্যে শিক্ষক এবং ছাত্র কে? যেহেতু এর কোন প্রতিষ্ঠান নেই সুতরাং এর শিক্ষা ক্ষেত্র ঘরে-বাইরে, সমাজে, সর্বত্র। সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে নিজের ন্যায়নীতিকে অপরের কাছে বা সমাজের কাছে উপস্থাপন করলে এই ক্ষেত্রে উপস্থাপিত ব্যক্তিটি শিক্ষক এবং অপর ব্যক্তিটিকে ছাত্র বলা যায়। এক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক উভয়কেই ব্যক্তি সত্তার সঞ্চালন করতে হয়। বাস্তবভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা দেয়া স্মরণীয় বাণীর চেয়ে অধিকতর শ্রেয়। সুষ্ঠু নৈতিক কাজ দ্বারা অপরকে প্রভাবিত করা মহামানবেরা সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। এই দায়িত্ব থেকে যারা নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায় তারা অসাড় এবং ধিকৃত ব্যক্তি। সুতরাং নৈতিক শিক্ষার আলোকে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ, কাল, জাতিভেদে উদার সুষ্ঠু নৈতিকতার কথা ও কার্য দ্বারা সমাজের দুর্নীতি ও জড়তা দূর করে সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠন করা যায়।

—মোস্তফা খান

শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

শিক্ষা ব্যবস্থায় মাতৃভাষার গুরুত্ব যে সর্বাধিক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই যেখানে নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সেখানে শিক্ষা দান পদ্ধতিতে মাতৃভাষাকে অগ্রাধিকার দেয়াটাই যুক্তিযুক্ত। সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম মাতৃভাষা সহজবোধ্য বিধায় এর কোন বিকল্প হতে পারে না। নিজস্ব মাতৃভাষা বাদ দিয়ে অন্য ভাষায় শিক্ষা দান করা হলে সহজে তা অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে না এবং সংগত কারণেই মাতৃভাষার ন্যায় সফলতাও আশা করা যায় না। তাছাড়া মাতৃভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দানের ভাবনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এক প্রকার হীন মানসিকতা। বহু রক্তের বিনিময়ে আমরা আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে পেরেছি। আমাদের কাছে মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা দানের এক ঐতিহাসিক গুরুত্বও রয়েছে।

শব্দসম্ভারের দিক থেকে বাংলা ভাষা অন্য কোন ভাষা থেকে দুর্বল নয় বিধায় এ ভাষায় উচ্চতর শিক্ষা দানের ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্যের আশা রয়েছে। তাই নিজ ভাষাকে সর্বাগ্রে মূল্য দিতে হবে। জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য নিজ ভাষাকে মর্যাদা দিয়ে তা অনুধাবনযোগ্য করতে হবে। দেশবাসীকে নানারকম অন্ধকার দিক থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য সর্বত্রই সর্বাগ্রে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষা দানের উদ্যোগ নিতে হবে। আর এর ফলে প্রতিটি মানুষ যদি মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে তবে উন্নতির সোপানে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি হবে— তা প্রায় সুনিশ্চিত।

—ফাহীমা নাজ (স্বর্ণা)